গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন- ৫ অধিশাখা
(www.moa.gov.bd)

বিষয়ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য দপ্তর/সংস্থার সমন্বয় সভার কার্যপত্র।

বিগত ১৯ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বিগত ১৯ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ০৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।

আলোচ্যসূচি- ১ : বিগত ১৯ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

বিগত ১৯ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।		
	কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩টি প্রতিশ্রুতি ছিল। ১. বিএডিসি কর্তৃক কুড়িগ্রামের বীজ হিমাগার ২. ঢাকায় কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউশানের অডিটরিয়াম নির্মাণ ৩. গবেষকদের প্রণোদনা প্রদান এর মধ্যে কুড়িগ্রাম বীজ হিমাগার নির্মাণ ও ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটশানের অডিটরিয়াম নির্মাণ ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে। গবেষকদের প্রণোদনার বিষয়টি চলমান রয়েছে। সভাপতি মহোদয় বর্ণিত প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন।	কৃষি বিজ্ঞানী/গবেষকদের প্রণোদনা প্রদান সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং নিয়মিত অনুসরণ করতে হবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ২ তারিখের মধ্যে প্রশাসন-৫ অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।	১. শ্রম ও কষ্টসাধ্য কাজের জন্য অর্থ সম্মানী (Honorarium) প্রদান : গত ১৮-০৩-২০১৪ তারিখে বিজ্ঞানীদের শ্রম ও কষ্টসাধ্য কাজের জন্য ১২২৬ জন বিজ্ঞানীর অনুকূলে ২,৬৫,৩৮,২৯০/- টাকা অর্থ সম্মানী ভাতা প্রদানের আদেশ জারী করা হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত কৃষি বিজ্ঞানীদের ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সম্মানী ভাতা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২. কৃষি বিজ্ঞানী পুরস্কার/সম্মাননা প্রদান: কৃষি বিজ্ঞানীদের পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদানের নিমিত্ত কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ''কৃষি গবেষণা সম্মাননা পদক নীতিমালা-২০১৪'' এর খসড়া সংশোধনের বিষয়টি কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে। ৩. বিজ্ঞানীদের উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য ইনক্রিমেন্ট প্রদান: এ বিষয়টি বিবেচনা করে বেতন স্কেলে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য গত ৩০-০৬-২০১৫ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। ৪. শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদান: স্বায়ত্তশাষিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদানের সরকারি আদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ৫. কৃষি বিজ্ঞানীদের চাকুরির বয়স বৃদ্ধি: বর্তমানে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক এ বিষয়ে একটি অবস্থানপত্র মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের অপেক্ষায় আছে।
২.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিগত ২০.০৭.২০১৪ খ্রিঃ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা		
	১. দেশ বর্তমানে খাদ্যে যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে তা টেকসই রূপ দিতে হবে। প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিদিষ্ট হারে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে।	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর : খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী : দেশের বীজের মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যয়ন করা হচ্ছে। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ : দেশ বর্তমানে খাদ্যে যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে তা টেকসই রূপ দেয়ার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত সকল সেচযন্ত্র ও সেচ স্থাপনাগুলির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনঃখননকৃত খাল ও পুকুরে নিয়মিতভাবে পানিধারণ ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য পরিচর্যার

ক্রঃ নং		সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			কার্যক্রম গ্রহণের ফলে জমিতে দুই তিন ফসলী জমিতে রূপান্তরের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। __বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট__ দেশের খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে ইনস্টিটিউট কর্তৃক নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ফসলের উৎপাদন ও নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য একই জমিতে বৎসরে ২/৩টি ফসলের পরিবর্তে ৪টি ফসল অন্তর্ভুক্ত করে চার ফসল ভিত্তিক কয়েকটি ফসলবিন্যাস উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন জেলার কৃষকের মাঠে যাচাই করে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া গেছে
	২. শিক্ষিত যুবকদের কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারণ করতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	__বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট :__ শিক্ষিত যুবকদের কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ব্রি শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে ইতোমধ্যে "বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে" নাম দিয়ে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে তিনটি প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ব্রি গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। __কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর :__ কৃষি কাজে বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
	৩. পাঠ্যপুস্তকে কৃষি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে কৃষির গুরুত্ব বোঝাতে হবে, যেন শিক্ষিত যুবকেরা কৃষি পেশাকে মর্যাদাপূর্ণ মনে করে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিগত ২৫.০১.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়াল হিসেবে আলাদা সহায়ক পুস্তক প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বলা হয়। সে অনুযায়ী সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়াল হিসেবে আলাদা সহায়ক পুস্তক প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) কে সভাপতি করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক একটি খসড়া পুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা পর্যালোচনাধীন আছে।
	৪. গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে, যেন উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	__বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট :__ ব্রি ধানের টিস্যুকালচার, জেনেটিক ট্রান্সফরমেশন, মার্কার এসিস্টেড সিলেকশন (MAS), জিন পিরামিডিং, QTL সনাক্তকরণ, ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং প্রভৃতি জৈব প্রযুক্তির বিভিন্ন কলাকৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের জাতের উন্নয়ন কাজ অব্যাহত আছে। __বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল :__ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম এর সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা কর্মসূচী সমন্বয়, পরিকল্পনা ও অগ্রগতি বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। উক্ত কর্মশালায় বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সুপারিশ করা হয়। __বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট :__ কম ফসফরাসে অধিক ফলন দিতে সক্ষম (Phosphorus use efficient) ধানের জাত উদ্ভাবন কর্মসূচী হতে আউশ মৌসুমের উপযোগী দুটি মিউট্যান্ট বাছাই করা হয়েছে। মাতৃজাত কাসালাথ হতে বাছাইকৃত Phosphorus use efficient উক্ত মিউট্যান্টটির গড় ফলন ৪.৫ টন/হেক্টর। গত আমন মৌসুমে মিউট্যান্টটির ফলন পরীক্ষা বিনা'র প্রধান কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছিল। বর্তমানে পরীক্ষনটির উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ১১৫-১২০ দিন জীবনকাল বিশিষ্ট বিদেশে রপ্তানিযোগ্য সরুচালের জাত বিনাধান-১৫ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ খ্রিঃ সনে ছাড়করণ করা হয়েছে। জাতটির গড় ফলন ৫.৮ টন/হেক্টর। চলতি আমন মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য জাতটির প্রজনন বীজ উৎপাদন ও প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছিল।

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			বীজের গুদামজাত প্রক্রিয়া চলছে। আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ১০০-১০৫ দিন জীবনকাল বিশিষ্ট আগাম জাত বিনাধান-১৬ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ খ্রিঃ সনে ছাড় করা হয়েছে। জাতটির গড় ফলন ৫.৬ টন/হেক্টর। গত আমন মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য জাতটির প্রজনন বীজ উৎপাদন ও প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে ফসল কর্তন সম্পন্ন হয়েছে। ফসল কর্তনের পর বীজের গুদামজাত প্রক্রিয়া চলছে। গত আমন ২০১৪ মৌসুমে ১১২-১১৮ দিন জীবনকাল বিশিষ্ট উচ্চ ফলনশীল (৭.২ টন/হেক্টর) গ্রিন সুপার রাইছ (Green Super Rice) এর একটি লাইনের মূল্যায়ন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে এবং জাতটি "বিনাধান-১৭" নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৫তম সভায় বিগত ১২ জুলাই ২০১৫ খ্রিঃ ছাড়করণের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। চলতি আমন মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য জাতটির প্রজনন বীজ উৎপাদন ও প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছিল। ফসল কর্তনের পর বীজের গুদামজাত প্রক্রিয়া চলছে। টমোটো, ঢেড়স, পেঁপে ও বেগুনের M_2 মিউট্যান্ট, মরিচের M_4 মিউট্যান্ট নির্বাচন পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বীজ সংগ্রহ এবং ডাটা বিশ্লেষণের কাজ শেষ হয়েছে। মরিচ-zonal yield trial এর জন্য চারা করে পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়েছে। বেগুনের M_2 মিউট্যান্ট এর পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়েছে। টমোটোর zonal yield trial এর জন্য পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়েছে। পিয়াজ, রসুন, জিরার রেডিয়েশন দিয়ে বীজ তলায় বীজ রোপণ করা হয়েছে। বেগুনের M_3 পরীক্ষণের ডাটা সংগ্রহ চলছে। পিয়াজের, রসুনের এবং জিরার M_1 উন্নয়নের কাজ চলমান। <u>মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট :</u> লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বাটিয়াঘাটা, খুলনায় অবস্থিত লবণাক্ততা গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় ১টি নদীর ও ৭টি খালের ১৪টি স্পটের পানির নমুনা সংগ্রহপূর্বক লবণাক্ততা মাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে। গবেষণা প্লটের লাউ, বেগুন, টমেটোসহ বিভিন্ন প্রজাতির ফসল বাড়ন্ত পর্যায়ে রয়েছে। বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ত পানি ব্যবহার করে মাটির বিভিন্ন স্তরে লবণাক্ততার মাত্রা নির্ণয় করা হচ্ছে। মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বান্দরবান এ Transferable Technology এর আওতায় পাহাড়ে কৃষকের জমিতে স্থাপিত Bench Terrace এ শীতকালীন শাক-সবজির আবাদ বিষয়ক পরামর্শ এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। <u>বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট :</u> বিএসআরআই-এর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম আরো জোরদারকরণের লক্ষ্যে সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে যা গত ০১.০৯.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদত হবার পর প্রথম বছরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। <u>বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট :</u> বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গম, ভুট্টা, ডাল ও তেলফসলসহ বিভিন্ন ফসলের নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম আরও জোরদার করতে **জলবায়ু সহিষ্ণু গবেষণার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি** শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	৫. প্রতিকূলতা সহিষ্ণু (লবণাক্ততা, বন্যা, খরা ইত্যাদি) আরও নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল : ইতোমধ্যে এনআরএস প্রতিষ্ঠানসমূহ বেশ কিছু লবণাক্ততা, খরা, বন্যা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করেছে। বিএআরসি উক্ত কর্মকান্ডে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট : দক্ষিণাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী লক্ষ্মীদীঘা ধানের জাতে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে জলী আমন ধানের ৬টি মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেগুলো ১০ফুট পানির গভীরতায় জন্মাতে পারে এবং দেশী জলী আমনের জাত সমূহ হতে দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় ৪.০ টন/হেক্টর ফলন দিতে সক্ষম। গত আমন মৌসুমে মিউট্যান্টগুলোর ফলন পরীক্ষণ বিনার বরিশাল উপকেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছিল। পরীক্ষণটি কর্তন করা হয়েছে এবং উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ চলছে। কার্বন আয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে নেরিকা ধানের ৩টি মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়েছে যা আউশ মৌসুমে বৃষ্টি নির্ভর অবস্থায় ৪.৫-৫.০ টন/হেক্টর ফলন দিতে সক্ষম ও ১০০-১০৫ দিনে পরিপক্ক হয়। গত আমন মৌসুমে মিউট্যান্ট ৩টির আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষণ দেশের ৫টি স্থানে স্থাপন করা হয়েছিল। চারটি স্থানের পরীক্ষণ কর্তন করা হয়েছে এবং উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ চলছে। ২-৩ দিনের মধ্যে বাকি স্থানের পরীক্ষণ কর্তন করা হবে। আমন মৌসুমে ময়মনসিংহ অঞ্চলে মিউট্যান্ট তিনটি ৮৮ দিনে কর্তন করা হয়েছে এবং রংপুর অঞ্চলে সর্বোচ্চ ৫.৯ টন/হেক্টর ফলন হয়েছে। আমন মৌসুমে যুগপৎ বন্যা ও লবণ সহিষ্ণু ধানের ২টি লাইনের অঞ্চল ভিত্তিক ফলন যাচাই বাছাইয়ের জন্য লবণ ও বন্যা প্রবণ এলাকায় স্থাপন করা হয়েছিল। ফসল কর্তন করা হয়েছে। গত আমন ২০১৫ খ্রিঃ মৌসুমে নেরিকা-৪ এবং নেরিকা-১০ মিউট্যান্ট হতে প্রাপ্ত উচ্চফলনশীল, খরা সহিষ্ণু, স্বল্প জীবনকাল, চিকন ও লম্বা দানা বিশিষ্ট নির্বাচিত দুটি Advance লাইন এর পরীক্ষণ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলার বরেন্দ্র এলাকায় কৃষকের জমিতে সরেজমিনে ফলন যাচাই বাছাইয়ের জন্য পরীক্ষণ স্থাপন করা হয়েছিল এবং ফসল কর্তন করা হয়েছে। গমের লবণাক্ততা সহিষ্ণু ১টি মিউট্যান্ট চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যেটি অঙ্কুর বৃদ্ধি পর্যায় থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ১২ ডিএস/মি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং ফলন ৩.৫-৪.০ টন/হেক্টর। মিউট্যান্টটির ছাড়করণের জন্য মাঠ মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। মিউট্যান্টটি ছাড়ের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটিতে উপস্থাপন করা হলে পুনরায় পরবর্তী বছরে মূল্যায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত। সরিষার খরা সহিষ্ণু ৪টি মিউট্যান্ট এবং খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ৪টি মিউট্যান্ট এর মাঠ মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। মসুরের ৭টি মিউট্যান্ট লাইনের খরা সহিষ্ণুতার মূল্যায়ন ল্যাবরেটরিতে সম্পন্ন হয়েছে এবং খরা সহিষ্ণু ১টি লাইন নির্বাচন করা হয়েছে। বেগুনের ইন্ডিয়ান জাতের উপর রেডিয়েশন দেয়া হয়েছে এবং মিউট্যান্ট (M_3) নির্বাচিত পরীক্ষণ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট : বর্তমানে প্রতিকূলতা সহিষ্ণু যে সকল ইক্ষুর জাত চাষের আওতায় রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			খরা সহিষ্ণু ইক্ষু জাত : ঈশ্বরদী-২০, ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-৩৯ এবং ঈশ্বরদী-৪০ (মার্চ থেকে মে পর্যন্ত) লবণাক্ততা সহিষ্ণু ইক্ষু জাত : ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-৩৯ এবং ঈশ্বরদী-৪০ (অংকুরোদগম পর্যায়ে ৪ ds/m এবং বাড়ন্ত পর্যায়ে ১৫.২ ds/m মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে) বন্যা সহিষ্ণু ইক্ষু জাত : ঈশ্বরদী-৩২, ঈশ্বরদী-৩৪, ঈশ্বরদী-৩৭. ঈশ্বরদী-৩৯ এবং ঈশ্বরদী-৪০ (১৫ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ইক্ষু জাত : ঈশ্বরদী-২০, ঈশ্বরদী-৩৪, ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-৩৯ এবং ঈশ্বরদী-৪০ (১৫ জুলাই থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত)। এছাড়া লবণাক্ত এলাকায় উৎপাদন উপযোগী সুগারবিটের জাত Cauvery, Shuvrha, CS0327, CS0328, HI0044. কৃষকদের চাহিদা ও পরিবর্তিত জলবায়ুর আলোকে প্রতিকূলতা সহিষ্ণু নতুন নতুন ইক্ষুসহ বিভিন্ন সুগারক্রপের জাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কর্মসূচীর বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউশন : গম, ভুট্টা, ডাল ও তেলফসলসহ বিভিন্ন ফসলের প্রতিকুলতা সহিষ্ণু (লবণাক্ততা, বন্যা, খরা, ইত্যাদি) জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বাংলাদেশ কৃষি গরবষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন ফসল গবেষণা কেন্দ্র ও বিভাগের মাধ্যমে এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করতে নতুন নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে।
	৬. দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষীদীঘা ও অন্যান্য ধানের জাত সংরক্ষণ ও চাষ সম্প্রসারণ করে ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট : দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা হতে সংগৃহীত ধানের ৮০টি স্থানীয় জাতের মধ্যে ৭টি জাত ভাল ফলাফল প্রদর্শন করেছে। উক্ত স্থানীয় জাতগুলো কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের মাধ্যমে ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলমান আছে। গত আমন মৌসুমে পরীক্ষণটি স্থাপন করা হয়েছিল এবং ফসল কর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট : ঐতিহ্যবাহী বালাম ধান সহ দেশীয় প্রজাতির ধানের জাত জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বালাম গ্রুপের চালের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেমন স্বাদ, রং ও elongation ratio এর জন্য দায়ী জিনসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য QTL Mapping এর কাজ চলমান। বিভিন্ন জাতের Pure line selection এর মাধ্যমে জাতের Improvement এর জন্য কার্যক্রম চলছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউ এর গাজীপুর ও বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ে আমন মৌসুমে বালাম গ্রুপের ৩৫ টি জাতের ধানের বীজ বর্ধন কার্যক্রম চলমান। বীজ বর্ধনের পর জাত নির্বাচন করে আগামী আমন মৌসুমে কৃষকের মাঠে বালাম জাতের ধানের প্রদর্শনী করা হবে। পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভাংগা এবং গোপালগঞ্জে বর্ষা ও স্থানীয় লক্ষ্মীদীঘা জাতের প্রদর্শনী চলছে। তাছাড়া টুংগিপাড়ায় স্থানীয় বাঁশিরাজ জাতের ধানের সাথে মাছের সমন্বিত চাষ কার্যক্রম চলমান। এছাড়াও, ইতোমধ্যে ব্রি উদ্ভাবিত আধুনিক বালাম সদৃশ সরু বালাম (ব্রি ধান৬৩) এর সম্প্রসারণের জন্য পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প এবং GoB এর আওতায় : বৃহত্তর যশোরে ৭০ জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২০, শেরপুরে ১০ জন, ফরিদপুরে ১০ জন, কুষ্টিয়ায় ৬০ জন, ঝিনাইদহে ৬০ জন, মেহেরপুরে ৬০ জন, চুয়াডাঙ্গায় ৬০ জন, গোপালগঞ্জে ১৭০ জন,

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			পিরোজপুরে ২০ জন, বাগেরহাটে ১০ জন এবং রাজশাহীতে ১০ জন কৃষকের মাঠে (প্রত্যেক কৃষকের মাঠে ১ বিঘা করে) চাষাবাদের জন্য বিনামূল্যে ব্রি ধান৬৩ এর বীজ সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
	৭. চীনের সহায়তায় সুপার হাইব্রিড ধান উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী চীনের সহায়তায় সুপার হাইব্রিড ধান উৎপাদনের উদ্যোগের ব্যাপারে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রেরিত "Expedite Hybride Rice Research and Development Through Establishing Research Centre in Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রাথমিক প্রকল্প প্রস্তাব (PDPP) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ২৯তম সভায় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি প্রাথমিক প্রস্তাবনায় সুপার হাইব্রিড ধানের গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়নের কর্মসূচি সংযুক্ত রয়েছে। প্রাথমিক প্রকল্প প্রস্তাবটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ইতোমধ্যে চীনে প্রেরণ করেছেন। চীন সরকারের বিবেচনার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
	৮. সরিষা, বাদাম, তিল ও অন্যান্য তৈল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ভোজ্য তেলের আমদানি নির্ভরতা কমাতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট : সরিষা, বাদাম, তিল ও অন্যান্য তৈল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভোজ্য তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর জন্য বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত বিনাসরিষার ১০টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে বিনাসরিষা-৪ এবং বিনাসরিষা-১০ কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে। বিনা কর্তৃক ৯টি চীনাবাদামের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে লবণ সহিষ্ণু বিনাচীনাবাদাম-৫ বিনাচীনাবাদাম-৬, বিনাচীনাবাদাম-৭, বিনাচীনাবাদাম-৮ ও বিনাচীনাবাদাম-৯ লবণাক্ত এলাকায় ৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে জাতগুলো চাষ করার মাধ্যমে ১০ লক্ষ টন বাদাম ও ৩.৫ লক্ষ টন ভোজ্য তেল পাওয়া সম্ভব। যা বাংলাদেশকে ভোজ্য তেল রপ্তানীকারক দেশে পরিণত করবে। ভিত্তি ও প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদনের জন্য লবণ সহিষ্ণু বিনাবাদাম-৮ এর ২০০ কেজি মৌল বীজ বিএডিসি কে প্রদান করা হয়েছে। বিনা কর্তৃক তিলের ৩টি উন্নত জাত বিনাতিল-১, বিনাতিল-২ ও বিনাতিল-৩ উদ্ভাবিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তেলের আমদানী নির্ভরতা কমানো সম্ভবপর হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট : **জাতের উন্নয়ন:** □ স্বল্প মেয়াদী সরিষার জাত ও হাইব্রিড জাত উদ্ভাবনে স্থাপিত পরীক্ষাসমূহের রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে। স্বল্প মেয়াদী ৩/৪ টি লাইন সনাক্ত করা হয়েছে। □ ২০১৪-১৫ মৌসুমে চীনাবাদামের ১ টি জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষার রিপোর্ট ও চরাঞ্চল উপযোগী জাত উদ্ভাবন কার্যক্রমের রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে। চীনাবাদামের একটি জাত অবমুক্ত করনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। □ ২০১৪-১৫ মৌসুমে তিলের ১টি জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষার রিপোর্ট ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন কার্যক্রমের রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে। তিলের একটি জাত অবমুক্ত করনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। □ খাটো জাতের সূর্যমুখীর জাত ও হাইব্রিড জাত উদ্ভাবনের পরীক্ষাসমূহের রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে। খাটো জাতের ২/৩ টি লাইন সনাক্ত করা হয়েছে। □ উচ্চফলনশীল সয়াবীনের জাত উদ্ভাবনের পরীক্ষাসমুহের রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে। সয়াবীনের একটি জাত অবমুক্ত করনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। আগামী ২০১৫-১৬ মৌসুমের তৈলবীজ ফসলের গবেষণা কর্মসূচী প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			প্রযুক্তির উদ্ভাবন: ২০১৪-১৫ মৌসুমে ৬টি লাগসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে- □ চার ফসল ভিত্তিক ফসলধারা রোপা আমন-সরিষা-বোরোধান-রোপা আউশ উদ্ভাবন পরীক্ষায় সরিষা ও বোরোধান কর্তনের পর রোপা আউশ রোপনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে। □ সরিষার লবনাক্ততা সহিষ্ণু জাত/লাইন নির্বাচন পরীক্ষার রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে। লবনাক্ততা সহিষ্ণু ৪/৫ টি লাইন সনাক্ত করা হয়েছে। □ সরিষার মাঠে মৌমাছির মাধ্যমে পরাগায়নে ফলনের প্রভাব নির্ধারণ পরীক্ষার রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে। সরিষার মাঠে মৌমাছি পালনের মাধ্যমে সরিষার উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। □ সরিষার পাতা ঝলসানো রোগ প্রতিরোধী জাত/লাইন নির্বাচন পরীক্ষার রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে। সরিষার ৪/৫টি লাইন পাতা ঝলসানো রোগ প্রতিরোধী হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছে। □ সরিষার হোয়াইট মোল্ড রোগ দমনের কার্যকরী ছত্রাকনাশক নির্বাচন পরীক্ষার রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে। সরিষার হোয়াইট মোল্ড রোগ প্রতিরোধের জন্য কার্যকরী ছত্রাকনাশক নির্বাচন করা হয়েছে। □ চীনাবাদামের পাতার দাগ রোগ প্রতিরোধী জাত/লাইন নির্বাচন পরীক্ষার রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে। চীনাবাদামের ৪/৫টি লাইন পাতার দাগ রোগ প্রতিরোধী হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছে। **প্রজনন ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং সরবরাহ:** □ সরিষার ৩.৮ টন প্রজনন ও মানসম্মত বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। চীনাবাদামের ২.৫ টন, সয়াবীনের ৬০০ কেজি, তিলের ৭০০ কেজি ও সূর্যমুখীর ৩০০ কেজি প্রজনন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। □ চীনাবাদামের জাত উন্নয়ন, বীজ উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন শীর্ষক একটি কর্মসূচি বর্তমানে চলমান রয়েছে। **কৃষি সম্প্রসারণ ও বিএডিসি কর্মীদের এবং কৃষক প্রশিক্ষণ:** ৩০ জন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৬০ জন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও বৈজ্ঞানিক সহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৫০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর : সরিষা, বাদাম, তিল ও অন্যান্য তৈল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
	৯. দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ও সিলেটে হাওড় অঞ্চলে ভাসমান সবজি চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর : প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ও সিলেটের হাওর অঞ্চলে ভাসমান সবজি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
	১০.সিলেটের হাওড় অঞ্চলে কৃষিকে আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর : সিলেটের হাওর অঞ্চলে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
	১১. উত্তরাঞ্চলে গম ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট : **গম:** গত ২০১৪-১৫ সালে নতুন উদ্ভাবিত বারি গম ২৯ এবং বারি গম ৩০ জাতের মোট ৪ (চার) টন সম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াজাতকরণ শেষে আগামী বছর কৃষক পর্যায়ে প্রদর্শনী স্থাপনের জন্য মজুদ আছে। চলতি মৌসুমে গমের ৩টি উচ্চফলনশীল অগ্রবর্তী লাইন চলতি মৌসুমে বিভিন্ন জেলায় কৃষকের মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। তবে আগামী বছর আবার মূল্যায়ন করা হবে। এছাড়া আরো ৫টি উচ্চ ফলনশীল অগ্রবর্তী লাইন মাঠ মূল্যায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এসব জাতের বীজ কুল রুমে সংরক্ষিত আছে। চলতি মৌসুমে গমের ৪টি উচ্চফলনশীল জাতের (বারি গম ২৫, বারি গম ২৬, বারি গম ২৭ ও

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			বারি গম ২৮) মোট ৪৯.৩ টন প্রজনন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াজাতকরণের পর বীজ সংরক্ষণাগারে মজুদ আছে। চলতি বছর ৬টি খরা সহিষ্ণু গমের অগ্রবর্তী লাইন বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা করা হয়েছে। এরমধ্যে ৩টি লাইনের খরা সহিষ্ণু জাত হিসেবে মাঠ মূল্যায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে যা কুল রুমে সংরক্ষিত আছে। চলতি বছর গমের উচ্চফলনশীল ও জিংকসমৃদ্ধ ৩টি অগ্রবর্তী লাইন নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়াও জিংক সমৃদ্ধ আরো ৫০টি লাইন এ বছর মুল্যায়ন করা হয়েছে। আগামী মৌসুমে মূল্যায়নের জন্য বীজ ভালভাবে সংরকক্ষিত আছে। উত্তরাঞ্চলের অম্লমাটির জন্য হেক্টর প্রতি ১ টন ডলোচুন প্রযোগের জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। ডলোচুন প্রয়োগে গমের ফলন প্রায় ১৫-২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। মাঠ পর্যায়ে স্থাপিত ৮৩৬টি জাত প্রদর্শনীর ফলাফলে হেক্টরপ্রতি গড় ফলন হয়েছে ৩.৬৫ টন যা জাতীয় গড় ফলনের চেয়ে প্রায় ১৯% বেশি। নতুন জাতগুলি (বারি গম ২৫, বারি গম ২৬, বারি গম ২৭ এবং বারি গম ২৮) কৃষকপর্যায়ে হেক্টরপ্রতি ৩.৫-৩.৯ টন ফলন দিয়েছে যা সন্তোষজনক। প্রদর্শনী থেকে সংশ্লিষ্ট কৃষকেরা নতুন জাতগুলির প্রায় ১০০টন বীজ সংরক্ষণ করেছে। **ভুট্টা:** CIMMYT এর সহযোগীতায় Heat TolarentMazie for Asia (HTMA) প্রকল্পের অধীনে অধিক তাপ সহনশীল ভুট্টার জাত উদ্ভাবনের কাজ চলছে। গত ২০১৪-১৫ মৌসুমে পূর্ব বাছাইকৃত ২৪ টি তাপ সহিষ্ণু হাইব্রিড ভুট্টা গাজীপুর, রংপুর, যশোর ও বরিশালে প্রদর্শিত হয়েছে এবং তিন জায়গায় (রংপুর, যশোর ও বরিশাল) মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শিত ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে নির্বাচিত ৪টি তাপ সহিষ্ণু ভুট্টা বানিজ্যিক ভাবে আবাদকৃত ভুট্টা হতে তুলনামুলক উচ্চ ফলনশীল। নির্বাচিত এ হাইব্রিডগুলো ৪টি জাত হিসেবে অবমুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে যাদের গড় ফলন রবি মৌসুমে হেক্টর প্রতি ১০.৮৪-১২.৭৫ টন। খরিপ ২০১৫ মৌসুমে তাপ সহিষ্ণু ভুট্টার প্রায় ২১০০টি জার্মপ্লাজমের ১৫ টি পরীক্ষা যশোর ও ঈশ্বরদীতে স্থাপন করা হয়েছিল যার মধ্য থেকে ১৫ টি হাইব্রিড প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় বারি হাইব্রিড ভুট্টা ৭ এবং বারি হাইব্রিড ভুট্টা ৯ এর ৬৪টি প্রদর্শনী পল্ট কৃষকের মাঠে স্থাপন করা হয়। সেখানে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী, কৃষক ও স্থানীয় জনগণের উপস্থিতিতে মাঠ দিবস সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত মাঠ দিবসে উপস্থিত কৃষকগন বারি হাইব্রিড ভুট্টা চাষাবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এছাড়া পরীক্ষনের ফলাফল থেকে দেখা যায়, বারি হাইব্রিড ভুট্টার ফলন অন্যান্য বানিজ্যিক হাইব্রিড ভুট্টার তুলনায় অধিক ছিল। গত ২০১৪-১৫ মৌসুমে ভুট্টার উচ্চ ফলনশীল স্বল্প মেয়াদী ও খাট আকৃতি নির্বাচিত ৪টি হাইব্রিডের ৬ (ছয়) কেজি মানসম্পন্ন প্রজনন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে, যা উত্তরাঞ্চলের ৩টি লোকেশনসহ সারাদেশের ৮টি স্থানে আগামী ২০১৫-১৬ মৌসুমে মূল্যায়ন করা হবে। বরেন্দ্র এলাকায় (রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) খরা সহ্যকারী ও স্বল্প পানি গ্রহণকারী (মাত্র ১টি সেচ) মানুষের খাদ্য উপযোগী উৎকৃষ্ট প্রোটিন সমৃদ্ধ সাদা দানা বিশিষ্ট ৬টি অগ্রবর্তী হাইব্রিড ভুট্টা ৫টি স্থানে মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রদর্শিত ফলাফল থেকে ২টি হাইব্রিডে আশানুরুপ ফলন পাওয়া গেছে। উক্ত স্থানগুলোতে আয়োজিত পারিবারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কৃষকেরাও ঐ দুটি হাইব্রিডকে উচ্চ ফলনশীল হিসাবে নির্বাচিত করেন যার ফলন হেক্টর প্রতি ৭.৫০-৮.২৫ টন। গত ২০১৪-১৫ মৌসুমে উত্তরাঞ্চলে আইএপিপি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫০০ কেজি বারি হাইব্রিড ভুট্টার বীজ বিতরণ করা হয়। যা থেকে কৃষকেরা প্রায় ২০০ টন ভুট্টা উৎপাদন করেন। আলুর জমিতে ব্যবহৃত সারকে কাজে লাগিয়ে ভুট্টা উৎপাদনের জন্য খরিপ মৌসুমের রংপুর, দেবীগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও এ ৯টি হাইব্রিড ভুট্টার ফলন পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষণের মাধ্যমে ৩টি হাইব্রিড নির্বাচন করা হয়েছে

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			করার জন্য আগামী খরিপ মৌসুমে পরীক্ষাটি অধিকতর স্থানে পুনমূল্যায়ণ করা হবে। BHL ১৯ নামের একটি লবনাক্ততা ও কিছুটা খরা সহনশীল বার্লির জাত অবমুক্তির অপেক্ষায় আছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর : দেশের উত্তর অঞ্চলে গম ও ভুট্টা ফসলে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য মাঠ পর্যায়ের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
	১২. দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়ণের লক্ষ্যে প্রণীত মহাপরিকল্পনা যথাসময়ে বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ কতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)- কর্তৃক নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে : **উন্নয়ন সহযোগীদের অবহিতকরণ :** দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত মহাপরিকল্পনার বিষয়টি উন্নয়ন সহযোগীদের অবহিত করাসহ এর সফল বাস্তবায়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণে গত ১৮ মে ২০১৪ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে একটি সভার আয়োজন করা হয়। **সম্পদ-মানচিত্র প্রণয়নঃ** মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর সহযোগিতায় সম্পদ-মানচিত্র (Resource Mapping) সম্পন্ন হয়েছে। **সার্ভেঃ** মাস্টার প্লান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহের জলাবদ্ধতা নিরসন, দীর্ঘস্থায়ী পরিবেশগত সমস্যা সমাধান এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)- কর্তৃক একটি সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। **প্রকল্প দলিল প্রণয়নে কমিটি গঠন এবং FAO এর নিকট হতে কারিগরি সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে পত্র প্রেরণঃ** মহাপরিকল্পনা এর আওতায় বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগের উপকূলীয় অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা (Cropping Intensity) বৃদ্ধির জন্য করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন ও focus group discussion পূর্বক Master Plan বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি উন্নয়ন প্রকল্প দলিল প্রণয়ন করবে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) নিকট হতে কারিগরি সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য গত ১৬ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। **বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বিবরণীঃ** ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় মাস্টার প্লানে অন্তর্ভুক্ত উপকূলীয় ১৪ টি জেলায় কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ৩২ টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
	১৩. পাটের জীবন রহস্য উন্মোচনের বিষয়টি যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে পাটের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন, বহুমুখী ব্যবহার ও বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট : □ জেনোমভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে স্বল্প দিন দৈর্ঘ্য ও নিম্ন তাপমাত্রাসহিষ্ণু তোষা পাটের উন্নত জাত উদ্ভাবনের জন্য ল্যাব ও মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কাজ চলছে। □ লবণাক্ততাসহিষ্ণু উন্নত পাট (তোষা ও দেশী) জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ল্যাব ও মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কাজ চলছে।

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			□ কান্ডপচা রোগ প্রতিরোধী শুভ্র সাদা আঁশবিশিষ্ট দেশী পাটের একটি জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ল্যাব ও মাঠপর্যায়ে গবেষণা কাজ চলছে। □ চাহিদাভিত্তিক পাট পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কম লিগনিন যুক্ত পাটজাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ল্যাব ও মাঠপর্যায়ে গবেষণা কাজ চলছে। □ পাটের জেনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাসত্ত্ব অর্জনের জন্য ৭টি আবেদন মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে এবং আরও আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রথমদিকের আবেদনগুলোর ২০১৫-২০১৬ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে মেধাসত্ত্ব অর্জন শুরু হবে।
	১৪. বাটন মাশরুম চাষসহ অন্যান্য মাশরুমের চাষ এবং এ্যাসপারাগাস চাষ সম্প্রসারণ করতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর : মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এবং হর্টিকালচার স্টোরসমূহের মাধ্যমে বাটন মাশরুম এবং এ্যাসপারাগাস চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
	১৫. দেশে বিদ্যমান চিনিকল সমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগারবিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায় উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি ব্যবস্থা রাখতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট : বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয় অধিভুক্ত বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি) এর আওতাধীন বিধায় বিএসআরআই এর এখতিয়ারাধীন নয়। তথাপি কাজটি সম্পাদনের জন্য বিএসএফআইসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।
	১৬. খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে ফলিত পুষ্টি গবেষণা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট : খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে ফলিত পুষ্টি গবেষণা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অত্র ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে দেশের বিভিন্ন এলাকার জন্য বসতবাড়িতে শাক সবজি চাষ এর বেশ কয়েকটি মডেল উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট : খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে ফলিত পুষ্টি গবেষণা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট: বারটান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
	১৭. বাংলামতি ও অন্যান্য স্থানীয় সুগন্ধি চালের জনপ্রিয়তা শহরাঞ্চলে (হোটেল-রেষ্টুরেন্ট) বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	কৃষি তথ্য সার্ভিস : নভেম্বর ২০১৫ মাসে চাষী পর্যায়ে উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি সুগন্ধি ধান ফোল্ডারটি ৩১৫ কপি বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর : মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত কৃষি অফিস সমূহের মাধ্যমে বাংলামতি ও অন্যান্য স্থানীয় সুগন্ধি চালের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
	১৮. ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো এবং ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিএডিসি এবং বিএমডিএ কার্যক্রম গ্রহণ করবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন : ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো এবং ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির নিমিত্তে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র মাধ্যমে ২০০৯ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে ২১ টি সেচ প্রকল্প ও ১৩৬ সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে ৭২৬৫.২৫ কিলোমিটার খাল পুনঃ খনন, ২৩২২ কিঃ মিঃ ভূপরিস্থ সেচনালা, ২৪২৪ কিঃ মিঃ ভূগর্ভস্থ সেচনালা, ১৪৮ কিঃ মিঃ বেড়ী বাধঁ, ৪ টি রাবার ড্যাম, ৩০৬৪ টি শক্তি চালিত পাম্প, ১১ টি সৌর বিদ্যুত চালিত সেচ পাম্প ও ৫৭৪২ টি সেচ অবকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে ১১টি সেচ প্রকল্প ও ৩টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ৭০০.০০ কি.মি. খাল পুনঃখনন; ৫৫৯.০৪ কি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা; ১১.২১ কি.মি. বেড়িবাঁধ; ২টি রাবার ড্যাম;

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			৪৪ টি মজা পুকুর সংস্কার; ৬১০টি শক্তিচালিত পাম্প; ৫৮০টি স্টোরেজ ট্যাঙ্ক; ২৪৮টি সেচ অবকাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃকপক্ষ : জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম : ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো ও ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে বিএমডিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে জানুয়ারী ২০০৯ হতে জুন ২০১৫ সময় পর্যন্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে : ১. ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ :৪৪৩৫.৮০ কিঃ মিঃ। ২. সেচ যন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন : ৭২২১ টি। ৩. বারিদ পাইপ লাইন নির্মাণসহ সেচ যন্ত্র স্থাপন : ৩২৫৪ টি। ৪. বারিদ পাইপ নির্মাণসহ অচালু সেচ যন্ত্র সচলকরণ : ২২২৯ টি। ৫. শষ্য বহুমুখীকরণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান : ৫২,০৫০ জন । ৬. বোরো ধানে AWD পদ্ধতিতে চাষাবাদ : ১১৫৬ টি প্রদর্শণী প্লট। ৭. খাস খাল পুনঃ খনন :৮৮৯.৫০ কিঃ মিঃ । ৮. ক্রসড্যাম নির্মাণ : ১৯১ টি। ৯. পুকুর পুনঃ খনন : ২৮১টি। ১০. নদী হতে পানি উত্তোলনের জন্য পন্টুন স্থাপন : ২টি। ১১. রুক্ষ-শুষ্ক হার্ড বরেন্দ্র এলাকায় জলাধার নির্মাণ : ১৭ একরের ১টি। ১২. নদীর পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে এলএলপি স্থাপন : ১০৮ টি। ১৩. ডাগ ওয়েল খনন : ১০০টি। ১৪. রাবার ড্যাম : ১ টি। চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় ০৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো ও ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২১৯.০০ কিঃ মিঃ খাল ও ৭৪ টি পুকুর পুনঃখনন, ৪৬ টি ক্রসড্যাম নির্মাণ, ৩৮৯.৭৯ কিঃ মিঃ ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ, ৯ টি এলএলপি স্থাপন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। চলতি বছরের অগ্রগতিঃ কাজের বিবরণ | অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি | নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি খাল পুনঃখনন | ৩১ কিঃ মিঃ | ৬১ কিঃ মিঃ পুকুর পুনঃখনন | ৫ টি | ১০ টি ক্রসড্যাম নির্মাণ | ৮টি | ১০টি ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ | ১০.৯৩ কিঃ মিঃ | ৩৯.৭২ কিঃ মিঃ এলএলপি স্থাপন | ৫ টি | ৫ টি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ ২০২০-২১ সালের মধ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। উক্ত ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো ও ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির নিমিত্তে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছেঃ ১. খাস খাল পুনঃ খনন : ৭০০কিঃ মিঃ । ২. ক্রসড্যাম নির্মাণ : ২৫০টি। ৩. পুকুর পুনঃ খনন : ৮৫০টি। ৪. নদী হতে পানি উত্তোলনের জন্য পন্টুন স্থাপন : ৮টি। ৫. নদীর পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে এলএলপি স্থাপন : ২৬৫টি।

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			৬. ডাগওয়েল খনন : ৬৭৫টি। ৭. ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ : ১৯৫০ কিঃ মিঃ। ৮. সেচ যন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন : ৩৪৩৭টি। ৯. শষ্য বহুমুখীকরণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান : ৩০০০০জন। ১০. বোরো ধানে AWD পদ্ধতিতে চাষাবাদ : ৮৯০টি প্রদর্শণী প্লট।
	১৯. নগরায়নের ফলে সৃষ্ট দূষণে কৃষি উৎপাদনের পরিবেশ যেন ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখার ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ১১৭৯ সংখ্যক পত্র মারফত স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়-কে উক্ত নির্দেশনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে এ মর্মে অবহিত করা হয়েছে যে, নগরায়নের ফলে সৃষ্ট দূষণে নদী দূষনসহ কৃষি উৎপাদনের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক নদী দূষণ ও প্রতিকার সংক্রান্ত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে "Assessment of river pollution around Dhaka and find out ways to alleviate pollution" শীর্ষক গবেষণা কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত গবেষণা কাজ হতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা সংক্রান্ত একটি সুপারিশ পাওয়া যাবে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ-কে পুনরায় তাগাদা দেয়া হলে, গত ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে এ মর্মে অবহিত করা হয়েছে যে, নগরায়নের ফলে সৃষ্ট গ্রহস্থালীর বর্জ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মূলত স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা)। নগরায়নের ফলে সৃষ্ট দূষণে কৃষি উৎপাদনের পরিবেশ যেন ব্যাহত না হয় সে জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, গাইড লাইনস্ প্রণয়ন করেছে। যেমন- পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১, চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা ২০০৮ জারী করা হয়েছে। এছাড়া কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা এবং আলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিমণবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে : ▯ বর্জ্য পুনঃচক্রায়নের মাধ্যমে কিভাবে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করা যায় সে বিষয়ে National 3R Strategy for Waste Management প্রণয়ন করা হয়েছে। ▯ ঢাকা শহরে গুলশান, বারিধারা ও ধানমন্ডি এলাকা এবং চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ ও খুলশি এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি-আর) কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২১৮৩.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ▯ সমগ্র বাংলাদেশের শহরগুলোর জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে ১৩৯১.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২টি সিটি কর্পোরেশন এবং ২টি পৌরসভায় কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে একটি পৌরসভায় কম্পোস্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ▯ শিল্প-কারখানার তরল বর্জ্য যাতে কৃষি পরিবেশ ব্যাহত করতে না পারে সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর সজাগ দৃষ্টি রাখছে। ইটিটি নির্মাণ ব্যতীত তরল বর্জ্য নির্গমণকারী শিল্প-কারখানার ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন করা হচ্ছে না। পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রচেষ্টায় এ পর্যন্ত ৮৯৯টি শিল্প কারখানায় ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে বিগত এক বছরেই ৮৭টি শিল্প-কারখানায় ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া শিল্প-কারখানার বর্জ্য যাতে পানি ও মাটির কোন ক্ষতি না করতে পারে সে জন্য Zero Discharge Plan বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	২০. রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট : রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে। ফসলে কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব আইপিএম প্রযুক্তি ও বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধি বিটি বেগুনের ৪টি জাত ইতোমধ্যে অবমুক্ত করা হয়েছে এবং আরও ৩টি জাত অবমুক্তির প্রক্রিয়াধীন আছে। একইভাবে ফসলে রাসায়নিক সারের পরিমিত ব্যবহারের লক্ষ্যে জৈব ও অজৈব সারের সমন্বয়ে আইপিএনএস পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর : আইপিএম প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য কৃষককে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট : নভেম্বর ২০১৫ মাসে ভেজাল রাসায়নিক সার সনাক্তকরণের মাধ্যমে রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ২১৯টি সারের গুণগতমান পরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট : সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থাৎ খৈল, গোবর, ধানের খড় ও মুরগীর বিষ্ঠা ব্যবহার করে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো হচ্ছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস : সারাদেশে ৪১টি সিনেমাশোর মাধ্যমে ভেজাল সার চেনার উপায়, ভার্মি কম্পোস্ট, বায়োস্লারী ও বিষমুক্ত উপায়ে সবজি চাষ বিষয়ক ডক্যুফিল্ম প্রদর্শন করা হয়েছে। রেডিও ও টেলিভিশনে জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া পোষ্টার, লিফলেট ও কৃষিকথায় বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। তুলা উন্নয়ন বোর্ড : চলতি ২০১৫-১৬ মৌসুমে ৩০০০ হেক্টর জমিতে কম্পোস্ট/পোল্ট্রি লিটার/জৈবসার/গোবরসার এবং কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ১২০ হেক্টর জমিতে ফেরোমন ট্রাপ, ১০০০ হেক্টর জমিতে ঝোলাগুড়ের ফাঁদ এবং ৫২০০ হেক্টর জমিতে পার্সিং (পাখি বসার জন্য ডাল পুঁতে দেয়া), হাত বাছাই করে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। গত মৌসুমের ন্যায় চলতি ২০১৫-১৬ মৌসুমে এ সকল কার্যক্রম কৃষকের জমিতে বৃদ্ধির লক্ষ্যে দলীয় আলোচনা, মাঠ দিবস ও চাষী প্রশিক্ষণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট : রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
	২১. কৃষি জমির সর্বোত্তম/সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি জমি পতিত রাখা যাবে না।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর : পতিত জমি আবাদের আওতায় আনার জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট : উপকূলীয় লবণাক্ত এবং পাহাড়ী ক্ষয়িষ্ণু ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য লবণাক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ও পাহাড়ী এলাকার ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য ব্লক প্রদর্শনী ও কৃষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	২২. অকৃষি কাজে কৃষি জমির ব্যবহার সীমিত করতে হবে। কৃষি জমি যাতে নষ্ট না হয় এ লক্ষ্যে যত্রতত্র স্থাপনা করা যাবে না।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	অকৃষি কাজে কৃষি জমির ব্যবহার সীমিত রাখা এবং যত্রতত্র স্থাপনা না করার বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক গৃহায়ন ও গণপুর্ত, ভূমি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে।
	২৩. কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্দীপনা ও উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞানীদের চাকুরীর বয়সসীমা সাধারণভাবে ৬৫ এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের বয়স ৬৭ বছর করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে বয়সসীমা ৬৭ বছরের সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শর্তাবলী নির্ধারণ করতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বর্তমানে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক এ বিষয়ে একটি অবস্থানপত্র মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের অপেক্ষায় আছে।
	২৪. জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০১৪ ও জাতীয় ক্ষুদ্রসেচ নীতি-২০১৪ প্রণয়ন ও অনুমোদনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	**জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০১৪ প্রণয়ন** কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রণীত খসড়া ''জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৩''- এর উপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ১৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত প্রদানের জন্য গত ০২/০৬/১৪ তারিখে অনুরোধ জানানো হয়। সে প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের ১৩টি সংস্থা এবং ০৯ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে মতামত পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত মতামতসমূহের আলোকে নীতিটির খসড়া আরো সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে এ বিষয়ে গঠিত টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং কমিটি (টিডব্লিউসি)- কর্তৃক বর্তমানে নীতিটি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। **সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতি-২০১৪-প্রণয়ন** বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক প্রণীত খসড়া ''সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতি ২০১৪'' পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাইপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য নীতিমালাটির কপি কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন BARC, DAE, BMDA সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তরে (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত মতামতসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক একটি খসড়া সমন্বিত সেচ নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ''সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতি-২০১৪'' বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনে (বিএডিসি) প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
	২৫. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর লোগো পরিবর্তন করে আধুনিক কৃষিকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন লোগো প্রবর্তন করতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর : লোগো পরিবর্তন করা হয়েছে।
	২৬. মোবাইলসহ ই-কৃষির মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট : বারি উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তিগুলো মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের নিমিত্ত ইনস্টিটিউট কর্তৃক মোবাইল এ্যাপস্ ''কৃষি প্রযুক্তি ভান্ডার'' তৈরী করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে আপ-ডেট করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে ব্যাপকভাবে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর : কৃষি কল সেন্টারসহ ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান জোরদার করার জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল : শস্যের রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অনলাইন ডাটাবেজ ও মোবাইল অ্যাপস ২০১৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জিআইএস ভিত্তিক উপজেলাওয়ারী ফসল অঞ্চল বিভাজন ২০১৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি জলবায়ু ডাটাবেজ কার্যক্রম চলমান আছে। এ

ক্রম নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			সম্পর্কিত তথ্য বিএআরসি'র ওয়েবসাইট হতে পাওয়া যাবে। অনলাইন ফসল পঞ্জিকা ইন্‌ফরমেশন সিস্টেম তৈরী কার্যক্রম চলছে যা ২০১৮ সাল নাগাদ সম্পন্ন করা হবে। কৃষি বিষয়ক প্রযুক্তি সংক্রান্ত অনলাইন ডাটাবেজ ও মোবাইল অ্যাপস্ তৈরীর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে যা ২০১৮ সাল নাগাদ সম্পন্ন করা হবে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট : ব্রি'র ওয়েবসাইট www.brri.gov.bd এবং http://Knowledgebank-brri.org এর মাধ্যমে ই-কৃষি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট : ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র এবং মোবাইলের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সার সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম-এ ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্তের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনাধীন মাসে আরো ২টি উপজেলার তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ করা হয়েছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস : কল সেন্টার থেকে নভেম্বর ২০১৫ মাসে প্রায় ১৩৭৯টি কলের উত্তর দেয়া হয়েছে। ওয়েবসাইট থেকে এ মাসে ৪৭ হাজার জন কৃষি বিষয়ক তথ্য সেবা পেয়েছেন। সারাদেশে স্থাপিত ২৪৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৪ জন কৃষি বিষয়ক তথ্য সেবা পাচ্ছেন।
	২৭. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে তা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষি পণ্য ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে তা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষি পণ্য ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখার ০২.১২.২০১৪ তারিখের ১১৫৮ সংখ্যক পত্র মারফত শিল্প মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে। প্রেরিত পত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি জানা যায়নি বিধায় ২২.০৭.২০১৫ তারিখে ৬৭৭ স্মারকমূলে পুনরায় তাগাদা প্রদান করা হয়েছে।
	২৮.বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন করে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর : কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ৬৪টি জেলার গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজারের বাজার দর ও তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dam.gov.bd-তে প্রচার এবং নিয়মিত মনিটরিং করছে। কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১১৯টি গুদামের মাধ্যমে শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কৃষকদের ন্যায্য মূল্য এবং ভোক্তা কর্তৃক সহনীয় মূল্যে কৃষিপণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ১৩৩০টি ফার্মার্স গ্রুপ গঠন করা হয়েছে এবং ফার্মার্স গ্রুপ গঠন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৬টি পাইকারী বাজার অবকাঠামো নির্মাণসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারী ও ৬০টি উপজেলায় ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট ও ঢাকার গাবতলীতে ১টি সেন্ট্রাল মার্কেট এবং দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মোট ০৮টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল বাজার ও এসেম্বল সেন্টারসমূহে কৃষক ও ব্যবসায়ী সরাসরি তাদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারছেন। কৃষকগণের পণ্য বিক্রি, পরিবহন ও সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের জন্য ১টি ট্রাক, ১১টি কুল চেম্বার নির্মাণ, ৭টি কুল ভ্যানসহ ১৫০টি সাধারণ ভ্যানের মাধ্যমে কৃষিপণ্য পরিবহনে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও কৃষকের বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা, নরসিংদী, চুয়াডাংগা, রংপুর, মাগুড়া ও খুলনা জেলায় মোট ১১টি অফিস-কাম- প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে কৃষকদের নিয়মিত

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
			প্রশিক্ষণ প্রদান করা ছাড়াও পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ভেল্যু চেইন ও সাপ্লাই চেইন বিবেচনা পূর্বক কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং তা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দর ও বিপণন সংক্রান্ত তথ্য কৃষিকল সেন্টার ১৬১২৩-এর মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও খুব শিঘ্রই দেশের গুরুত্বপূর্ণ হাট-বাজারে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক বাজারদর প্রদর্শন এবং ই-মার্কেটিং কার্যক্রম শুরু করা হবে।
	২৯. কৃষি পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, মূল্য সংযোজন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	<u>কৃষি বিপণন অধিদপ্তর :</u> কৃষিপণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, মূল্য সংযোজন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আন্তজার্তিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে একটি প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
	৩০. উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের গুণগত মান বজায় রেখে তা যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।	কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ও সমন্বয় সভায় হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	<u>বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল :</u> National Agriculture Technology Program; Phase-2 এর DPP অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। DPP অনুমোদনের পর কাজের গুনগত মান বজায় রেখে তা যথাসময়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। <u>বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন :</u> ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে এডিপিভুক্ত ১৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১৮টি প্রকল্পের অনুকূলে ৫৩৩.৮৫ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দ রয়েছে। নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে ১৪৮.৮৮ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে যা এডিপি বরাদ্দের ২৮%। উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯১.৬৭ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ১৭%। উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের গুনগত মান বজায় রেখে তা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। <u>বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট :</u> উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের গুণগত মান বজায় রেখে তা যথাসময়ে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ব্রি'র চারটি প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১৯৭৩.০০ লক্ষ টাকা। নভেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬০৭.০৭ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৩০.৭৭%।
৩.	কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কর্মস্থলে অবস্থান এবং সময়মতো অফিসে উপস্থিতি ও অবস্থান নিশ্চিতকরণ।	দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সময়মত কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	• বিষয়টি মনিটরিং করা হচ্ছে।
৪.	ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ।	(১) সকল দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ রাখতে হবে। (২) গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।	• ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখা হচ্ছে। • এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ/ মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার সভাকে অবহিত করতে পারেন।
৫.	যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিতকরণ।	(১) সংসদের প্রশ্নোত্তরসহ সকল মাসিক/ বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য যাচিত সঠিক তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী দপ্তর/ সংস্থার মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ২ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ে	• সংসদের প্রশ্নোত্তরসহ সকল মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন ও যাচিত তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। • নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে।

ক্রঃ	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৬.	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় এবং দ্বি-পক্ষীয় অডিট কমিটির কার্যক্রম জোরদারকরণ।	(১) দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যার নিরীখে প্রতিমাসে কমপক্ষে ৪টি দ্বি-পক্ষীয় সভার ব্যবস্থা করতে হবে।	• নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে।
		(২) দপ্তর/সংস্থার নিষ্পত্তিযোগ্য অডিট আপত্তিসমূহ বিধিমোতাবেক দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	• দপ্তর/সংস্থার নিষ্পত্তিযোগ্য অডিট আপত্তিসমূহ বিধিমোতাবেক দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।
		(৩) জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিএডিসি, বিএমডিএ, ডিএই, এসআরডিআই, ব্রি, বারি ও এসসিএ বিধিমোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	• বিধি মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
৭.	মন্ত্রণালয়ে পেন্ডিং কাজ নিষ্পত্তিকরণ প্রসঙ্গে।	(১) অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে পারেন।	নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজপত্র প্রেরণের জন্য বিএডিসি'কে অনুরোধ জানানো হয়েছেঃ (ক) স্বয়ংসম্পূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামো (বিদ্যমান পদ ও প্রস্তাবিত পদ ভিন্ন কালিতে চিহ্নিত করে)। (খ) পদ সৃষ্টির যৌক্তিকতা যাচাইয়ের জন্য সংস্থার সময়ভিত্তিক [নির্ধারিত ছক অনুযায়ী স্বল্প মেয়াদী (অগ্রাধিকার ৩ বছর), মধ্য মেয়াদী (৬ বছর), দীর্ঘ মেয়াদী (৯ বছর) এবং তদুর্ধ্ব] কর্মপরিকল্পনা।
		(২) দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ ছক মোতাবেক অনিষ্পন্ন কাজের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন ও সভায় উপস্থাপন করবেন।	সংস্থা থেকে তথ্য পাওয়া গেছে। শাখাপর্যায়ে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।
৮.	পেনশন আবেদন নিষ্পত্তিকরণ।	(১) যে সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরি পেনশনযোগ্য নয় সেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অবসর সুবিধা সংশ্লিষ্ট কর্মচারি অবসরে যাবার তিন মাসের মধ্যে বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে এবং সংযুক্ত ছক মোতাবেক তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	• যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
		(২)পেনশন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ২০০৯ সালে জারীকৃত পেনশন মঞ্জুরী ও পরিশোধ সংক্রান্ত বিধি/পদ্ধতি অধিকতর সহজীকরণ আদেশের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণ করতে হবে।	• নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।
		(৩) ক্যালেন্ডার বছর অনুযায়ী পেনশনধারীর তথ্য প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে প্রেরণ করতে হবে।	• যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
		(৪) গ্র্যাচুইটির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ থেকে অর্থ বিভাগে যোগাযোগ করতে হবে।	• কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখা থেকে ২০-০৯-২০১৫ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
০৯.	মন্ত্রণালয়ের খরচের হিসাব নিয়মিত সমন্বয় সাধন।	(১) সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও যথার্থতা প্রচলিত বিধিবিধানের আলোকে নিশ্চিত করতে হবে	• সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও যথার্থতা প্রচলিত বিধিবিধানের আলোকে নিশ্চিত করা হচ্ছে।

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		এবং প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	
		(২) মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থা সমূহের খরচের হিসাব বিধিমোতাবেক সমন্বয় সাধন নিয়মিত করতে হবে এবং প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	• মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থা সমূহের খরচের হিসাব বিধি মোতাবেক সমন্বয় সাধন নিয়মিত করা হচ্ছে।
		(৩) উপযোজন বাজেটের হিসাব দ্রুত প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	• উপযোজন বাজেটের হিসাব দ্রুত প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১০.	শূন্য পদে লোক নিয়োগ।	শূন্যপদে দ্রুত লোক নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে। জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে মামলা থাকলে সংস্থার স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।	• জনবল নিয়োগের বিষয়ে মামলাগুলোর ক্ষেত্রে সংস্থার স্বার্থ সমুন্নত রেখে মামলা নিষ্পত্তির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।
১১.	বিদ্যুৎ বিভাগের ২৩/০২/২০১০ তারিখের পত্র নং-২৭.০২৭.০০৬.০০. ০০.০০১.২০১০.০৯- দৈনিক অন্ততঃ ১ ঘন্টা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র না চালানো এবং দিনের বেলা লাইট না জ্বালিয়ে সূর্যের আলোতে কাজ (যেখানে সম্ভব) করার নির্দেশ প্রদান প্রসঙ্গে।	(১) সকল সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে দৈনিক অন্ততঃ ১ ঘন্টা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র না চালানো এবং দিনের বেলায় লাইট না জ্বালিয়ে সূর্যের আলোতে কাজ (যেখানে সম্ভব) করার নির্দেশনা সংক্রান্ত বিষয়টি নিবিড়ভাবে প্রতিপালন/মনিটর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিশ্চিত করতে হবে।	• প্রতিপালন অব্যাহত আছে।
		(২) এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ লিখিতভাবে প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে সকল দপ্তর/ সংস্থা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ (সেবা) অধিশাখাকে অবহিত করবে।	• প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।
১২.	বিদ্যুৎ বিভাগের ১৯/০১/২০১০ তারিখের পত্র- বিজ্বখস (বিঃ)/উস(বিঃসা), বিদ্যুৎ সাশ্রয়ক-০১/২০১০/০৩- সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ক্রমে বৈদ্যুতিক বাতি ও ফ্যান চালানোর জন্য সৌর প্যানেল স্থাপন করে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রসঙ্গে।	(১) জীবাশ্ম জ্বালানীর পরিবর্তে নবায়নযোগ্য সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতঃ তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	• সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
		(২) প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার অফিসের একটি অংশ সৌর বিদ্যুতের আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। খামার বাড়ীর ছাদে সোলার প্যানেল বসানোর দায়িত্ব ডিএই এককভাবে করতে পারে অথবা এ ভবনে অবস্থিত দপ্তর/ সংস্থাকে ছাদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়ে সোলার প্যানেল স্থাপনের সুযোগ করে দিতে হবে। এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	• দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ সভাকে এ বিষয়ে অবহিত করতে পারেন।
		(৩) এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ (সেবা) অধিশাখাকে অবহিত করতে হবে।	• প্রতিপালন করা হচ্ছে।

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		(৪) যে সকল দপ্তর/সংস্থায় সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে সেই সকল দপ্তর/সংস্থায় সোলার প্যানেল বসানোর আগের বিদ্যুৎ খরচ ও সোলার প্যানেল বসানোর পর বিদ্যুতের খরচের হিসাবের পার্থক্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।	• এ বিষয়ে দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ সভাকে অবহিত করতে পারেন।
১৩.	দপ্তর/সংস্থার জমিজমাসহ বিভিন্ন মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ।	(১) বিএডিসি'র গোডাউন ভাড়া নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হলে এখন থেকে আরবিট্রেশানের পরিবর্তে চুক্তি অনুযায়ী আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	• এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
		(২) যাত্রাবাড়ী ঢাকা, সদর কৃষি অফিস বগুড়া এবং হর্টিকালচার সেন্টার সাভার এর জমির মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।	• এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
		(৩) গুলশানে হর্টিকালচার সেন্টারের লীজ নবায়নের বিষয়ে ডিএই কর্তৃক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা নিবে এবং অগ্রগতি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।	• মহাপরিচালক, ডিএই সভাকে অবহিত করতে পারেন।
		(৪) বরিশাল জেলার সাগরদী ফার্মের রুপাতলী মৌজার ৭৪৭,৭৪২ ও ৭৩৫ দাগের যথাক্রমে ১৯ শতক, ১ শতক, ১ শতক ভূমির সীমানা চিহ্নিত করে সাগরদী ফার্মের দখলে আনতে হবে।	• মহাপরিচালক, ব্রি সভাকে অবহিত করতে পারেন।
		(৫) বরিশাল জেলার চরবদনা ফার্মের ৫৭.৪৪ একর অব্যবহৃত ভূমি চাষের আওতায় আনতে হবে।	• মহাপরিচালক, ব্রি সভাকে অবহিত করতে পারেন।
		(৬) জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরার মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলার বিনেরপোতা ফার্মের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে দখলের আওতায় আনতে হবে।	• মহাপরিচালক, ব্রি সভাকে অবহিত করতে পারেন।
১৪.	কৃষিপণ্যে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষতিকারক কেমিক্যাল ব্যবহার রোধ বা বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	(১) Pesticide/herbicide/ formalin/carbide ইত্যাদির ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য AIS প্রচার কার্যক্রম জোরদার করবে।	• কৃষি তথ্য সার্ভিস জানিয়েছে যে, কৃষি পণ্যে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে কেমিক্যাল ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে ওয়েবসাইটসহ গণমাধ্যমে প্রচারণাসহ সিনেমাভ্যানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এ বিষয়ে সচেতনতামূলক নাটিকা, প্রামাণ্যচিত্র প্রভৃতি প্রচার করা হচ্ছে।
		(২) কৃষিপণ্যে ক্ষতিকারক কেমিক্যাল ব্যবহার রোধকল্পে মাঠ পর্যায়ে এলাকাভিত্তিক কৃষকদের নিয়ে সভা/সেমিনারের আয়োজন করতে হবে।	• এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রঃ নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৫.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	(১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) Action Plan এবং Guideline অনুযায়ী এ বিষয়ে সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	• কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। • Action Plan এবং Guideline অনুযায়ী এ বিষয়ে সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৬.	তথ্য অধিকার আইন	(১) Voluntary Disclosure বিষয়ক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয় এবং তথ্য কমিশনে পাঠাতে হবে। অধিক পরিমাণ তথ্য অবমুক্ত করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/ সংস্থা ব্যবস্থা নিবে। (২) সকল দপ্তর/ সংস্থা স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/ নির্দেশিকা স্ব স্ব ওয়েব সাইটে প্রকাশ করে মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। (৩) তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে দপ্তর/ সংস্থা প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা করবেন।	• Voluntary Disclosure বিষয়ক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয় এবং তথ্য কমিশনে পাঠানোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে দপ্তর/সংস্থা হতে জানানো হয়েছে। • এ বিষয়ের অগ্রগতি দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ সভাকে অবহিত করতে পারেন। • এ বিষয়ের অগ্রগতি দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ সভাকে অবহিত করতে পারেন।
১৭.	বিবিধ-১ : বিএডিসি'র যুগ্ম-পরিচালক জনাব মো: আরিফ হোসেন খান কর্তৃক "ধান চাষের ইউরিয়া সাশ্রয়ী স্প্রে প্রযুক্তি" ব্যবহার বিষয়ক একটি বুকলেট সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, গত ১৮/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বিএআরসিতে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সেমিনারে বিএআরসি, ব্রি, বারি, বিজেআরআই, বিনা, এসআরডিআই, কেজিএফ, সার্ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সেমিনারে প্রতিথযশা কৃষি বিজ্ঞানীগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারের শুরুতেই জনাব আরিফ হোসেন খান বিষয়টি উপস্থাপন করেন। উপস্থাপন শেষে উপস্থিত কৃষি বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে দেশে বিদেশে পরিচালিত গবেষণার রিভিউ উল্লেখ করে প্রযুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে মতামত প্রদান করেন।	১. বিএডিসি'র যুগ্ম-পরিচালক জনাব মো: আরিফ হোসেন খান যাতে এ ধরনের কোন রকম কার্যক্রম গ্রহণ না করেন সে বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিএডিসি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।	বিএডিসি'র যুগ্মপরিচালক জনাব মো: আরিফ হোসেন খান কর্তৃক "ধান চাষের ইউরিয়া সাশ্রয়ী স্প্রে প্রযুক্তি" ব্যবহার বিষয়ক কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করেন সে বিষয়ে সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

আলোচ্যসূচি- ২ : বিবিধ।